
বর্ণ
যখন
ছবি হয়
সুশীলচন্দ্র সরকার



বর্ণ যখন ছবি হয়

সুশীল চন্দ্র সরকার

শিক্ষক • মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়•

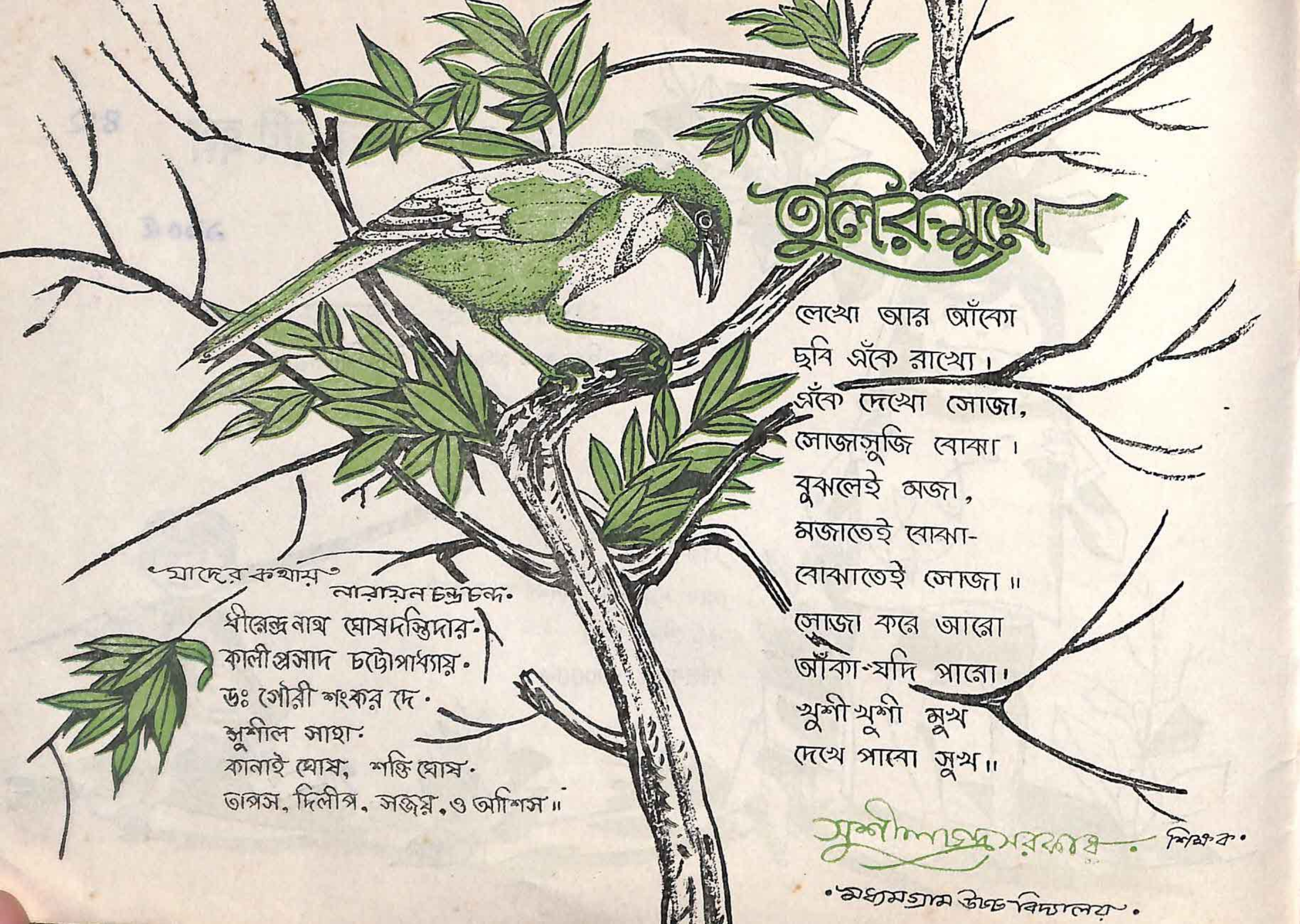
প্রকাশক

ঘোষ দস্তিদার পাবলিশিং কনসার্ন

৭/১ টেমার লেন

কলিকাতা ৭০০০০৯



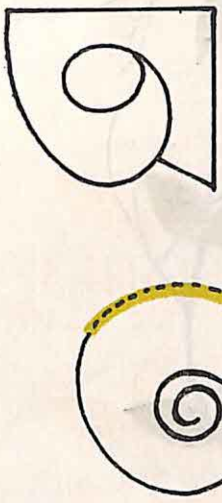


তুলির মুখে

লেখো আর আঁকো
ছবি এঁকে রাখো।
এঁকে দেখো সোজা,
সোজাসুজি বোঝা।
বুঝলেই মজা,
মজাতেই বোঝা-
বোঝাতেই সোজা ॥
সোজা করে আরো
আঁকা-যদি পারো।
খুশী খুশী মুখ
দেখে পাবো সুখ ॥

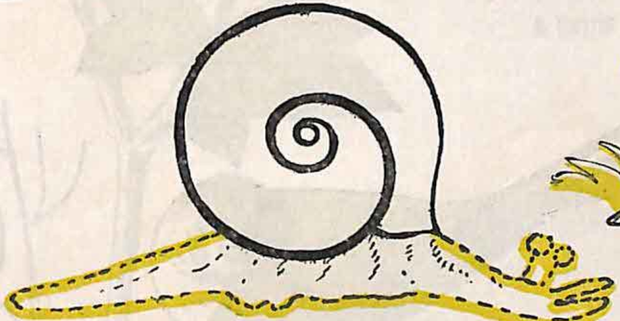
"যাদের কথায়" নারায়ন চন্দ্র চন্দ·
ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষদস্তিদার·
কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়·
ডঃ গৌরী শংকর দে·
সুশীল সাহা·
কানাই ঘোষ, শক্তি ঘোষ·
তাপস, দিলীপ, সঞ্জয়, ও আশিস ॥

সুশীলচন্দ্র সরকার · শিক্ষক·
·মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়·



লেখো, আঁকো–

'অ' এর মাত্রা বাঁকা হ'য়ে
দুই দাগে নামুক।
নীচের দিকে দাগ দিয়ে
এঁকে ফ্যালো শামুক ॥



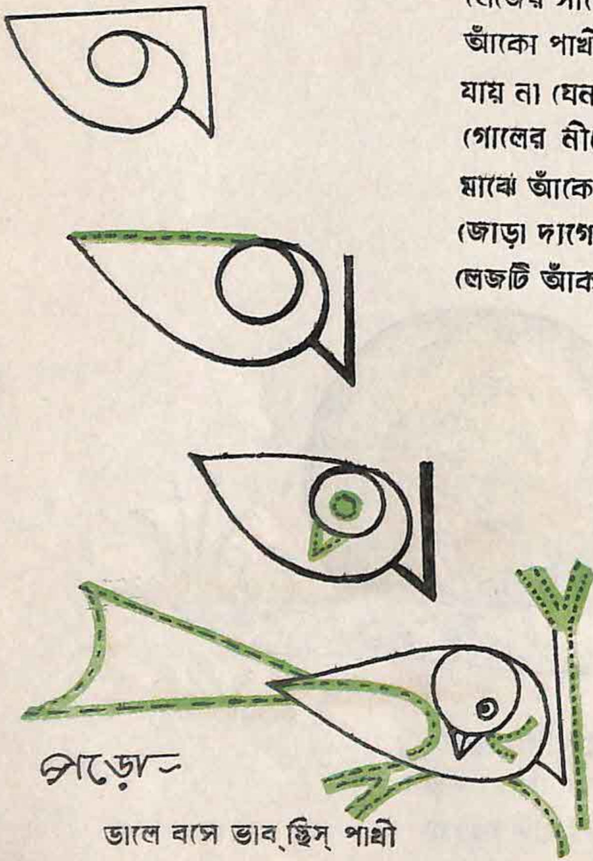


পড়ো–

শামুক দিয়ে ছড়া
নয়তো সোজা গড়া।
শামুক যদি উড়তো
ছড়া গড়ে উঠ্‌তো।
শামুক কথা কয়-না।
তাইতো ছড়া হয় না ॥

লেখো-আঁকো

'অ' এর গোলের দাগ বেঁকিয়ে
লেজের সাথে জুড়ে।
আঁকো পাখী বসাও ডালে
যায় না যেন উড়ে ॥
গোলের নীচে ঠোঁট আঁকো
মাঝে আঁকো চোখ্ ।
জোড়া দাগের মাথায় চোকা
লেজটি আঁকা হোক্ ॥

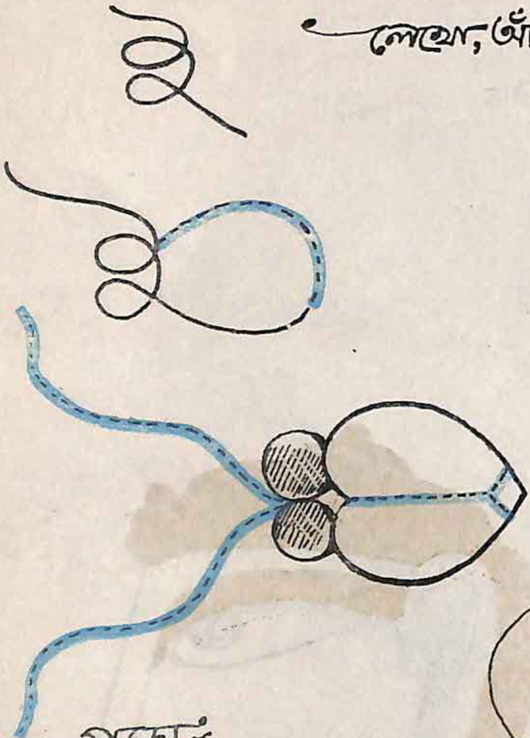


অ' এর দাগে দাগ মিলিয়ে
গাছটি পারো আঁকো।
নয়তো খাঁচা এঁকে দাঁড়ে
বসিয়ে পাখী রাখো ॥



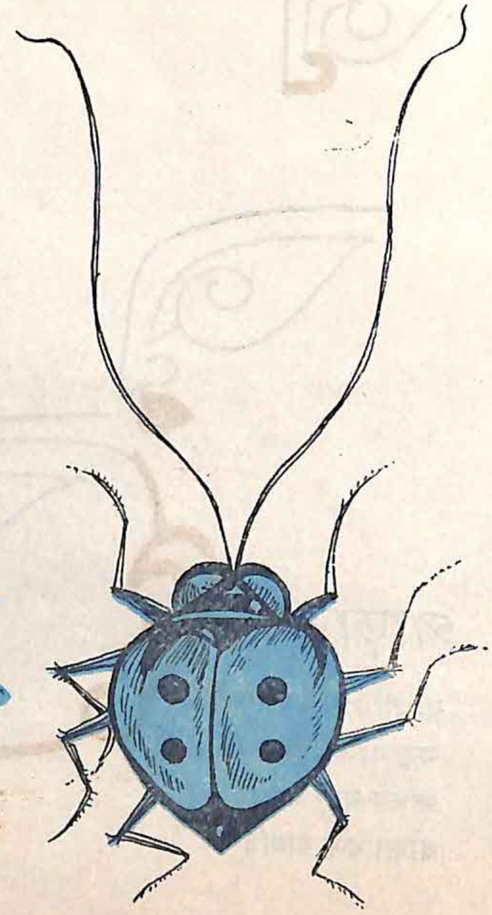
পড়ো-

ডালে বসে ভাব্ছিস্ পাখী
উড়বি বুঝি ওড়।
উড়ে গেলেও আসিস্ পাখী
আঁক্বো ছবি তোর ॥



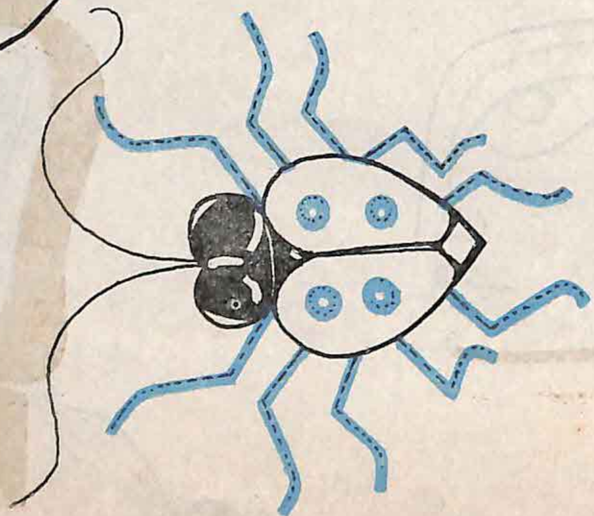
লেখো, আঁকো

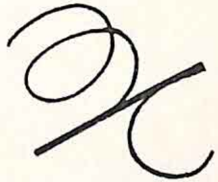
“ই” টাকে বড় ক’রে
খাতায় লেখো “খোকা”
বাঁকা দাগ বেঁকিয়ে
এঁকে ফ্যালো পোকা।
চোখ আঁকো, ঠ্যাং আঁকো
আঁকো দাগ যতো
দেখে দেখে আঁকো তুমি
পোকাটার মতো ॥



পড়োঃ

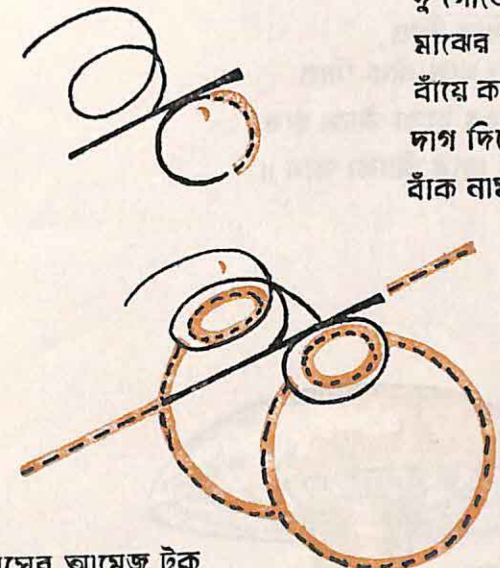
সোজাকথা পোকা এটা
লাল্‌চে রঙের।
কিছু নয় কিছু নয়
আরামি ঢঙের ॥





লেখো-আঁকো

"ঈ" এর নীচে বেঁকিয়ে গোল
দু গোলে হাঁড়ি গড়ে তোল ॥
মাঝের দাগ টেনে নীচে
বাঁয়ে কর্ বার।
দাগ দিয়ে টান্‌লে যেটা
বাঁক নাম তার ॥





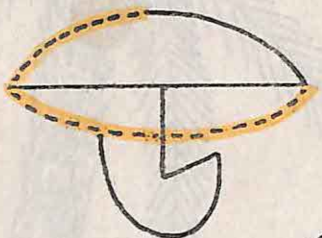
পড়ো

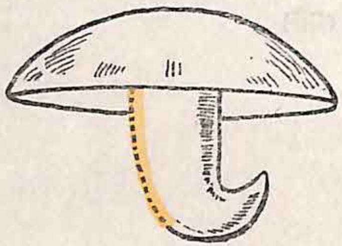
খেজুর রসের আমেজ টুকু
শীতের সাথে মেশা।
আরো আছে খেজুরে গুড়
শীতের ভালবাসা ॥

উ

লেখো আঁকোঃ

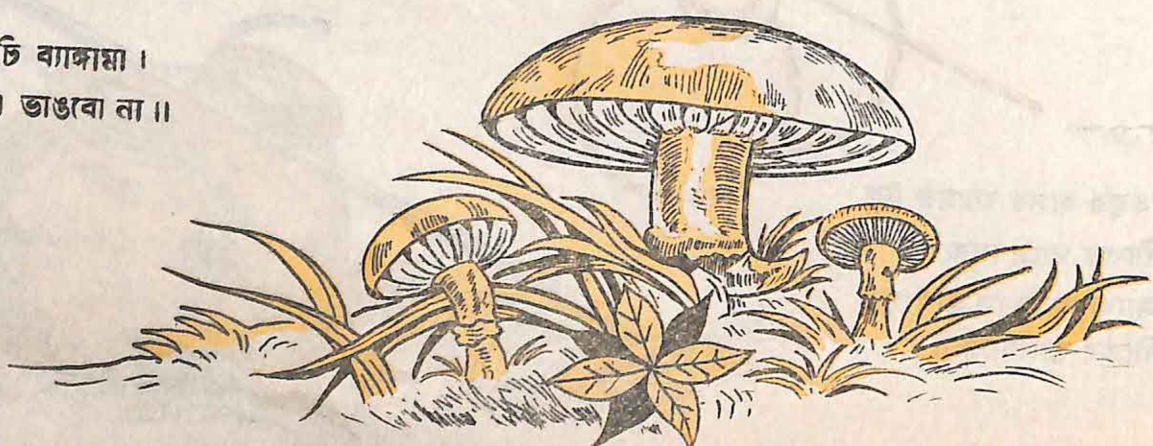
“হ্রস্বউ” এর মাত্রাটাকে
টুপির মত রাখো।
নীচের দিকে অর্দ্ধগোলক
টুপির মতো আঁকো॥
“হ্রস্বউ” এর শেষের মাথা
মিশিয়ে দিলে,
নীচে ঘাস এঁকে মিলে
ব্যাঙের ছাতা আঁকা হবে,
ছবি দেখে আঁকো তবে॥



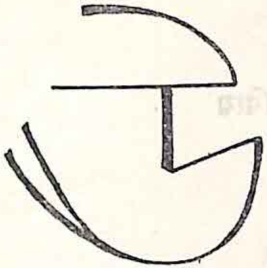


পড়োঃ

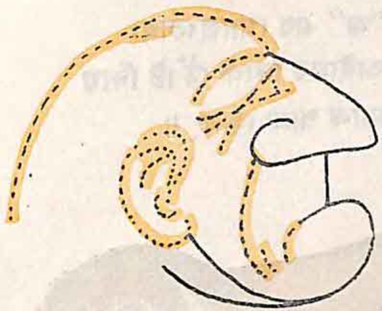
ব্যাঙ ব্যাঙাচি ব্যাঙ্গামা।
ব্যাঙের ছাতা ভাঙবো না॥



লেখো- আঁকো-



"উ" এর ওপর দাগে
করেনি নাক।
নীচের দাগে দাগ দিয়ে
মুখ করা যাক্॥

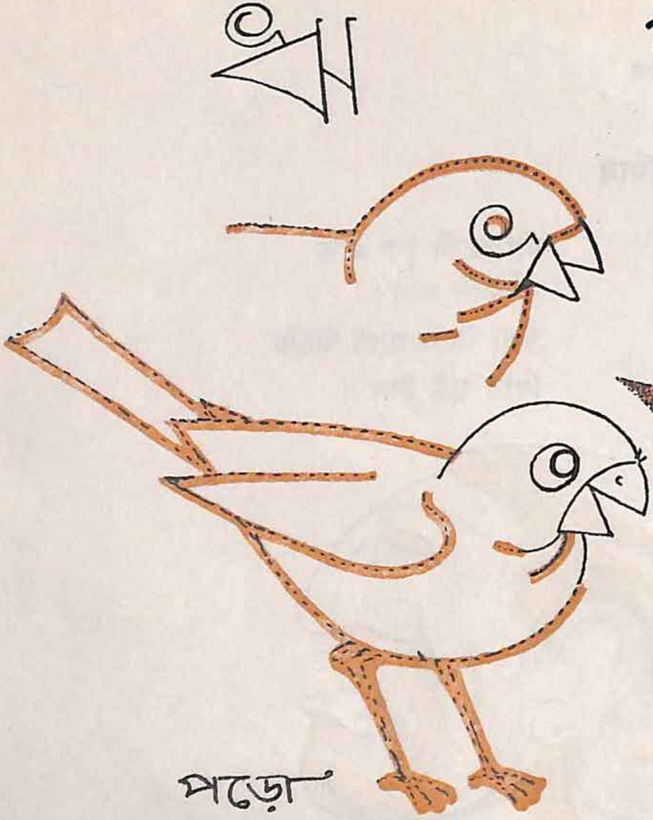


বাঁয়ের দি চুল এঁকে
এঁকেদি কান।
গলা আঁকি মালা আঁকি
দিয়ে দুই টান॥



পড়ো-

ফোঁক্লা দাঁতে হাসতে গিয়ে
বিষম খেলেন জোর।
তাই না দেখে দিদা আমার
ভয়েই দিলেন দৌড়॥



লেখো-আঁকো

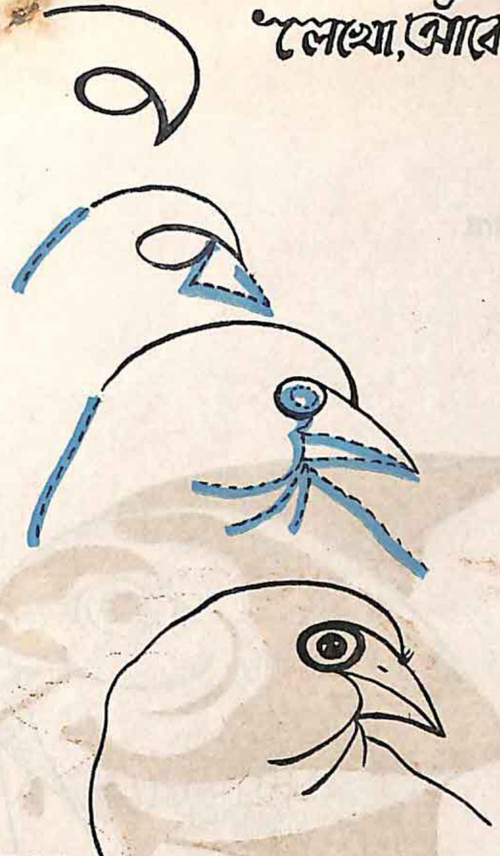
"ঋ" এর সোজা দাগ ঘুরিয়ে
বাঁয়ে পাতা আঁকো ।
তারি বাঁয়ে দাগ দিয়ে
সোজ করে রাখো ॥
নীচের দিকে পা এঁকে
"ঋ" এর গোলে চোখ।
ডাইনের দিকে ঠোঁট দিয়ে
মাঝে পাখী হোক্ ॥



পড়ো

আঁখি ছাড়া পাখী হয় ?
ঠোঁট ছাড়া পক্ষী ?
এঁকে দ্যাখো ছট্-ফটে
পাখী হবে লক্ষ্মী ॥

লেখো, আঁকো—



"৯" এর দাগ বাঁয়ে টেনে
ঠোঁট আঁকো ত্রিকোণ এনে।
"৯" এর গোলে চোখ্ রেখে
বুক, গলা দাও একটু দেখে ॥

পড়ো—

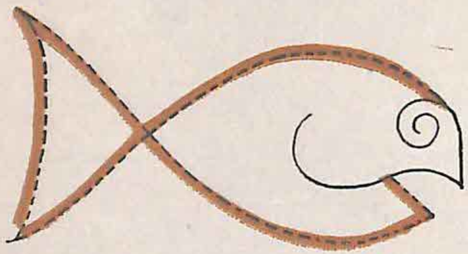
শালিক গুলিক্ তুল্‌ছে ঝিলিক্
ক্লিক্ রবে উড়ছে।
পৌষি রোদে খয়েরী রঙের
মিষ্টি হাসি ছুঁড়ছে ॥

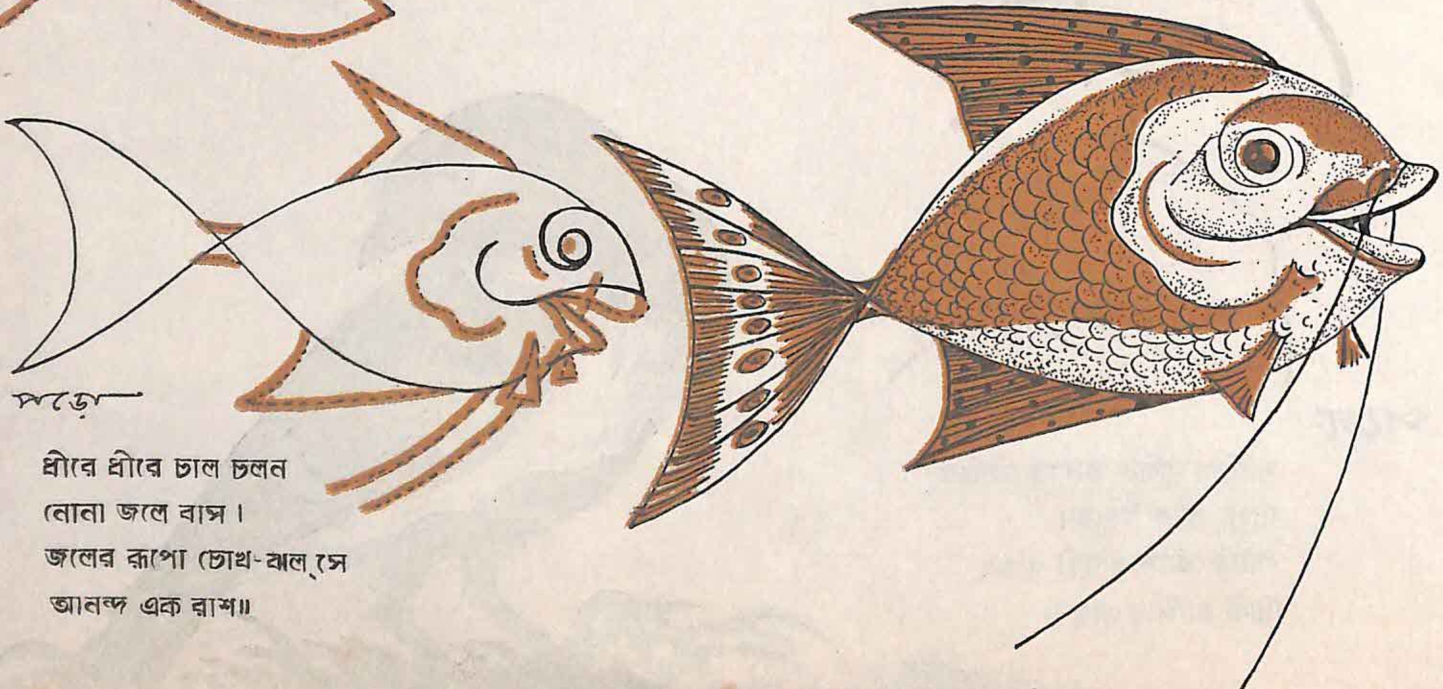


এ

লেখো, আঁকো

“এ”-র বাঁয়ে, ওপর নীচে
বাঁকা দাগ রাখো।
লেজ, পাখা, মাথা দিলে
মাছ হবে আঁকা।।





পড়ো

ধীরে ধীরে চাল চলন
নোনা জলে বাস।
জলের রূপো চোখ-ঝল্‌সে
আনন্দ এক রাশ॥

এ



লেখো আঁকো ঃ

"এ"-র রেখা নাও ঘুরিয়ে
সাতের শেষে দাও জুড়িয়ে।
নীচে দাও ঠোঁটের রেখা
গাছের পাতায় পাখ্‌না লেখা।
দেখে চোখ লেজটি আঁকো
দু'টি পায়ে বসিয়ে রাখো ॥

পড়ো

লেজ নাচানো দুষ্টুমিতে
সবুজ চোখের চাউনি,
হল্‌দে রোদের মিষ্টি মেশা
সাধা সুরের গাউনি ॥





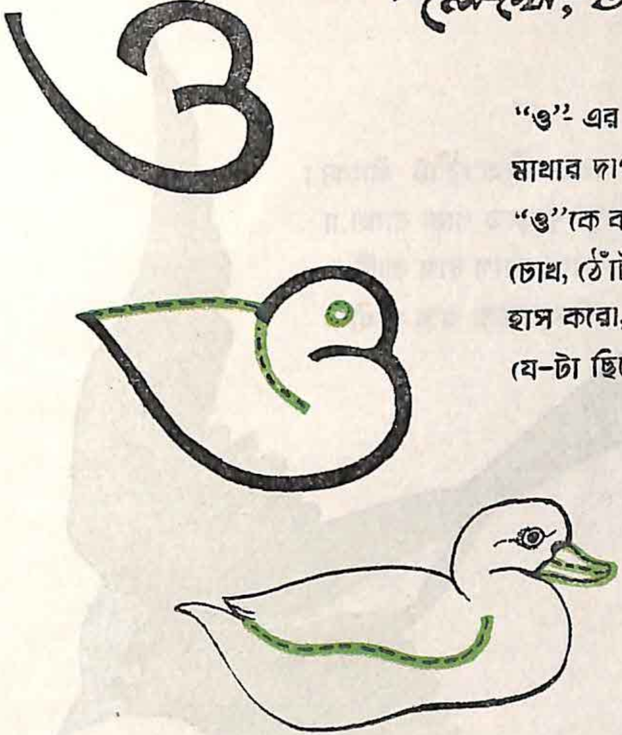
লেখো আঁকো

"ঐ" লেখো, পাতা আঁকো
দু'টি দাও জুড়িয়ে।
লেজ, পা, এঁকে পাখী
দিও নাকো উড়িয়ে॥

পড়ো

পাখী হ'লো ঐকার
খিদে লাগা পাখীটার।
বুক ভাঙ্গা হাহাকার
শুনে ব্যাথা বোঝো তার॥

লেখো, আঁকো...



"ও"- এর লেজ মাথায় এনে
মাথার দাগ নিচে টেনে,
"ও"কে করো লুপ্ত।
চোখ, ঠোঁট; লেজ এঁকে
হাস করো, পাখা দেগে
যে-টা ছিলো গুপ্ত।।



পড়ো

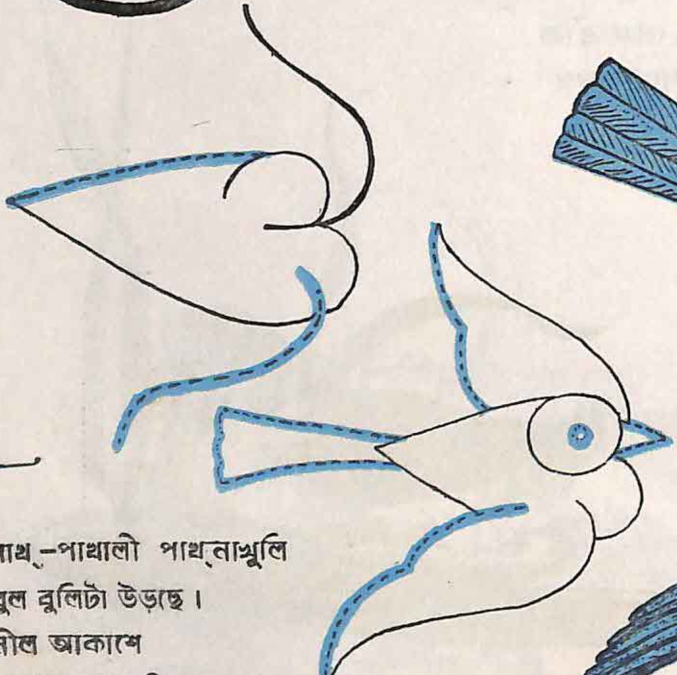
হাস হাঁসুলি লহর তুলি
জল কুয়াশায় চড়ছে।
রোদ মাখানো শাপ্‌লা যেন
খুসীর ধারায় ঝরছে।।

লেখো-আঁকো

ঔ

কায়দা ক'রে "ঔ"- যে লেখো।
"ঔ"- এর শুঁড় নীচে আঁকো ।।
"ঔ"- এর লেজ মাথায় এনে ।
গোল করে দাও রেখা টেনে ।।

লেজ এঁকে ঠোঁট আঁকো ।
দু' শুড়েতে পাখা রাখো ।।
দাগে দাগে দাগ কাটি ।
আঁকা হলো ওড়া পাখী ।





পড়ো

পাখ্-পাখালী পাখ্নাখুলি
বুল বুলিটা উড়ছে ।
নীল আকাশে
দোল-দোয়েলী
থির বাতাসে ঘুরছে ।।

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮১

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৩

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৬

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৯

মূল্য : ৭·০০

মুদ্রণে : পারফেক্ট প্রেস
৩২এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯